

সারাদেশে সাক্ষরতা দিবস পালিত

নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকার

কাগজ প্রতিবেদক : নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে গতকাল রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বিস্তারিত কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়েছে। সংসদ উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে ইউনেস্কো ক্লাব এসোসিয়েশন আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে বলেছেন, ব্যাপক দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আমাদেরকে অবশ্যই বিশেষ পাঠ্যক্রম উদ্ভাবন করতে হবে। তিনি বলেন, নতুন পদ্ধতির পাঠ্যক্রম নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি ঘামীণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করবে। সকালে তিনি এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায়ও অংশ নেন। কমিউনিটি পাটিসিপেশন অন মাস লিটারেসি প্রোগ্রাম ইন-বাংলাদেশ শীর্ষক সেমিনারে জাতীয় অধ্যাপক ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামসুল হক বলেছেন, শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ নিশ্চিত করতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হবে না। আর এজন্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জাতিসংঘ সমিতির উদ্যোগে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আদর্শ বিদ্যাপীঠ মিরপুরে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন, প্রবীণ শিক্ষাবিদ প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহীম। সভায় আলোচকরা সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

আমাদের সংবাদদাতারা জানানঃ বদর নগরী চট্টগ্রামে সাক্ষরতা দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন করে পরিকল্পনামন্ত্রী জহির উদ্দিন খান বলেছেন, শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন অসম্ভব। আলোচনায় চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল করপোরেশনের মেয়র মীর নাসিরউদ্দিনও বক্তব্য রাখেন। নগরীতে সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

নারায়ণগঞ্জে অনুরূপ এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী শিক্ষা বিস্তারে সরকারি প্রয়াসকে সফল করতে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, অশিক্ষা মানব সভ্যতার জন্য অভিশাপ।

রাজশাহীতে সাক্ষরতা দিবসে ব্যাপক কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি উদ্বোধন করেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র

মিজানুর রহমান মিনু। এতে সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশ নেয়। এ উপলক্ষে বিকেলে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনায় সাক্ষরতা দিবসে বিস্তারিত কর্মসূচি পালিত হয়। বিকেলে এক সেমিনারে শিক্ষাসচিব বলেন, সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান হাতিয়ার শিক্ষা। তিনি সাক্ষরতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ময়মনসিংহে পাটমন্ত্রী হান্নান শাহ সাক্ষরতা দিবসের কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় পাটমন্ত্রী ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

টাঙ্গাইলে সাক্ষরতা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন, ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান। তিনি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায়ও অংশ নেন। এ সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, সুল্লর ভবিষ্যৎ নির্মাণের পূর্বশর্ত শিক্ষা। শিল্পমন্ত্রী সামসুল ইসলাম খান মানিকগঞ্জে সাক্ষরতা দিবসে আয়োজিত এক সভায় শিক্ষার বিস্তারে কাজ করার জন্যে সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ করে শিক্ষিত ও সচেতন অংশকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ঠাকুরগাঁয়ে সাক্ষরতা দিবসের কর্মসূচি উদ্বোধন করেন, আইনমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ। এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় মন্ত্রী অংশ নেন। সাক্ষরতা দিবসে আয়োজিত সমাবেশে মন্ত্রী বলেন, ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে অশিক্ষিত রেখে উন্নয়ন কর্মসূচি সফল করা অসম্ভব।

যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমেদ রাঙ্গামাটিতে সাক্ষরতা কর্মসূচি উদ্বোধন করে বলেছেন, শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণে বর্তমান সরকার বিস্তারিত কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এগুলো সফল করতে সকল মহলের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা কামনা করেন। পলাশবাড়িতে সাক্ষরতা দিবসে আয়োজিত এক সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার বলেছেন, নৈতিক বিপর্যয় থেকে জাতিকে রক্ষা করতে দলীয় আনুগত্যের বিবেচনা না করে সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গণের পাশাপাশি জাতিতে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার শপথ নিতে হবে। সাক্ষরতা দিবসে ন্যাশনাল রিপাবলিকান পার্টি প্রধান জহির খান এক বিবৃতিতে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে দৃঢ় শপথ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।